তারিখ ...05 AUG 2015...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যুগান্তর

প্রাথমিকে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ

২৮ আগস্ট ১৭ জেলায় পরীক্ষা

যুগান্তর রিপোর্ট

২৮ আগস্ট দ্বিতীয় ধাপে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা নেয়া হবে। এই ধাপে মোট ১৭ জেলায় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ১ ঘণ্টা ২০ মিনিটের এ পরীক্ষা শুরু হবে বিকাল ৩টায়। মঙ্গলবার সকালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। জেলাগুলো হচ্ছে— পঞ্চগড়, জয়পুরহাট, বাগেরহাট, মাগুরা, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, চুয়াডাঙ্গা, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, শেরপুর, নারায়ণগঞ্জ, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরগুনা, ভোলা, কক্সবাজার ও লক্ষীপুর। সভায় সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জ্ঞানেন্দ্র কুমার বিশ্বাস। অতিরিক্ত সচিব সন্তোষ কুমার অধিকারী, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ডিপিই) মহাপরিচালক মো. আলমগীর প্রমুখ

পরীক্ষা : পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

পরীক্ষা : ১৭ জেলায়

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

এতে উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে সন্তোষ কুমার অধিকারী জানান, সর্বোচ্চ ৭ হাজার প্রার্থী রয়েছে এমন জেলায় পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। মোট প্রার্থী এক লাখ ৫০ হাজার ৭৬৫ জন।

গেল কয়েকটি প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এ কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের এই নিয়োগ পরীক্ষা ডিজিটাল পদ্ধতিতে নেয়া হচ্ছে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী পরীক্ষার মাত্র ২ থেকে ৩ ঘণ্টা আগে প্রশ্নপত্র ছাপা হয়। আর প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কাজ শেষ করা হয় ছাপা কাজ শুরুর ৪ ঘণ্টা আগে। এরপর তা স্থানীয় পর্যায়ে বা যেসব জেলায় পরীক্ষা হয়, সেসব জেলার ডিসি অফিসে ছাপানো হয়। প্রশ্ন প্রণয়ন কাজ শুরু হয় আগের দিন মধ্যরাতে। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত পর্যায়ের কর্মকর্তারা এ কাজে অংশ নেন। নিম্নপদস্থ এমনকি তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীও সহায়তার জন্য রাখা হয় না বলে যুগান্তরকে জানিয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ডিপিই) মহাপরিচালক মো. আলমগীর। তিনিও প্রশ্নপ্রণেতা কমিটির একজন সদস্য। এতদিন এই পরীক্ষার প্রশ্ন বিজি প্রেসে ছাপানো হতো।

এই পদ্ধতিতে প্রথমবার প্রশ্নপ্রণয়ন ও পরীক্ষা নেয়া হয় ২৭ জুন। তখন ৫ জেলায় পরীক্ষা নেয়া হয়। সন্তোষ কুমার অধিকারী জানান, প্রথমবারের ওই পরীক্ষাটা মূলত নতুন এই পদ্ধতির 'পাইলটিং' (পরীক্ষামূলক) ছিল। সফলভাবে পদ্ধতিটা বাস্তবায়ন হয়েছে। এ কারণে এবার পরীক্ষার্থী ও জেলা সংখ্যা বাড়িয়ে পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রথমবারের মতো এবারও প্রশ্নপত্র তৈরি করে 'এনক্রিপ্টেড' ফরমেটে পাঠানো হবে। ডাবল পাসওয়ার্ড থাকবে। যে কারণে দু'জন ছাড়া যেমন ডকুমেন্ট খোলা যাবে না, তেমনি যে কেউ যে কোনোভাবে ডকুমেন্টটি খুললেও কোনো লেখা পড়তে পারবে না। ফলে প্রশ্নফাঁসের আর কোনো সম্ভাবনা নেই। পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে প্রশ্ন ছাপাকালে যাতে ফাঁস না হয়, সেজন্য সুরক্ষিত ও সিসিটিভি নিয়ন্ত্রিত কক্ষে উন্নতমানের ফটোকপি মেশিনে প্রশ্ন ছাপানো হবে। ঢাকায় বসে ওই কক্ষ পর্যবেক্ষণ করা হবে। এমনকি ইচ্ছা করলে দেশের যে কোনো স্থানে গাড়িতে বসেও প্রশ্ন ছাপা কাজ পর্যবেক্ষণ করা যাবে।